৮/৮/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ২/৩ কলাম ....

শিক্ষকস্বল্পতা নিয়েই চলছে রাজধানীর প্রাইমারী স্কুল

শিহরন রশীদ

বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আপন গতিতে চলছে। এনজিওগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার পিছিয়ে নেই। শিক্ষক স্বল্পতা, স্থানাভাব, পাঠ্যপুস্তকের অপর্যাপ্ততাসহ নানা ধরনের সমস্যা থাকলেও প্রতিবছরই শিশু ভর্তির হার বাড়ছে। অবশ্য ভর্তির হার বাড়লেও শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে না– উন্নত হচ্ছে না শিক্ষকদের মান। শিক্ষকদের পাঠদানে অবহেলার কারণে অনেক বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

ঢাকা মহানগরীতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২৪টি। অবশ্য ২৮টি বিদ্যালয় বিলুপ্ত হয়ে এই সংখ্যা বর্তমানে ২৯৬তে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কোতোয়ালি থানায় ৩১টি, সূত্রাপুরে ৪৮টি, লালবাগে ৩৮টি, মতিঝিলে ২৩টি, রমনায় ৯টি, ডেমরায় ৪১টি, ক্যান্টনমেন্টে ১২টি, গুলশানে ৩১টি, মোহাম্মদপুরে ১৭টি, ধানমণ্ডিতে ৮টি, মিরপুরে ২৮টি এবং তেজগাঁও থানায় ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা মহানগরীতে রেজিঃ ৪৮টি, এবতেদায়ী ১৮টি, উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন ২৭৫টি, অন্যান্য ৫৪৪টিসহ মোট ১১৮৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

জানা যায়, বর্তমানে মহানগরীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষকের ৬১টি পদ খালি রয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে ২৮টি বিদ্যালয় বর্তমানে বিলুপ্ত ও ১১টি বিদ্যালয়ে দুই শিফটের জায়গায় এক শিফট করা হয়েছে। আরও জানা যায়, প্রধান শিক্ষক পদে ১৫ জনের পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সহকারী শিক্ষকের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরাট স্বল্পতা। তথ্য পাওয়া যায়, কোতোয়ালি থানায় ১৩৫ জন, সূত্রাপুরে ২৪১ জন, লালবাগে ২৬১ জন, মতিঝিলে ২২৯ জন, রমনায় ৫৫ জন, ডেমরায় ৩৯২ জন, ক্যান্টনমেন্টে ১২৪ জন, গুলশানে ২৯৪ জন, মোহাম্মদপুরে ১৬১ জন, ধানমণ্ডিতে ৮৩ জন, মিরপুরে ২৯৬ জন এবং তেজগাঁও থানায় ৮১ জন সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। ঢাকা মহানগরীতে মোট ২৩৫২ সহকারী শিক্ষক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত আছেন। সহকারী শিক্ষকসংখ্যা খুবই সীমিত।

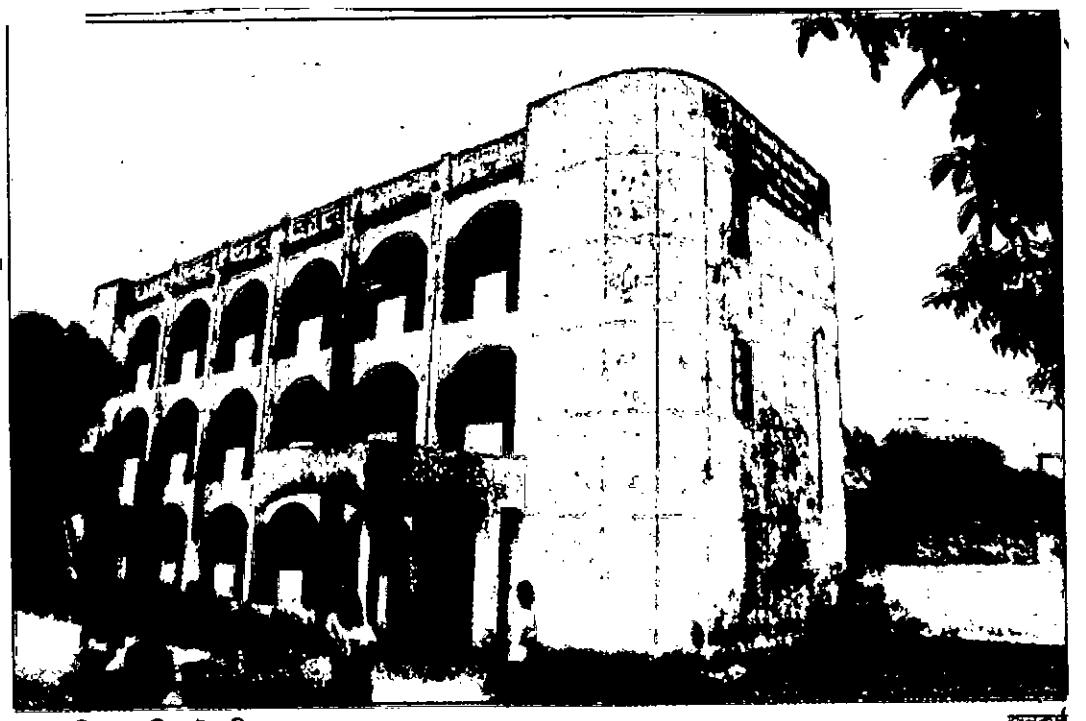

অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই ॥ বাড়ছে শিশু ভর্তির হার, অভাব জায়গার, অভাব বইয়ের

শিশু জরিপ ও ভর্তির হিসাব দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ঢাকা মহানগরীতে ১২টি থানায় ৬ বছরের উর্ধে শিশু আছে ১,০৩,০০৩ জন, ৭ বছরের উর্ধে ১,১৫,১০৩ জন, ৮ বছরের উর্ধে ১,০৭,৬২২ জন, ৯ বছরের উর্ধে ১,০৮,২৮৮ জন এবং ১০ বছরের উর্ধে শিশু আছে ৯৯,৫৫৬ জন। মোট শিশুসংখ্যা ৫,৩৩,৫৭২ জন। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ১,১৬,৫৭১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১,১৭,০৪৩ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ১,১২,১৯৯ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ১,০৮,১৫৮ জন এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ৯৯,৪৩০ জন। ২০০০ সালের এই জরিপে ভর্তির হার ৯৪.২৫% বা প্রায় ৯৫ শতাংশ। এই বিশাল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় সহকারী শিক্ষকের পরিমাণ খুবই কম। এ ব্যাপারে মিরপুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, একজন শিক্ষকের আওতায় ৫০ ছাত্রছাত্রী পড়ানোর কথা, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যায়, এক শিক্ষকের দায়িত্বে ১০০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়ে। এ ক্ষেত্রে পাঠদানে সমস্যা হয়। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সুনজর দিতে পারেন না।

আবার প্রয়োজনীয় রিজার্ভ টিচার না থাকায় অনেক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় ক্লাস বাদ যায়। অনেক সময় অসুস্থতাবশত বা অন্য কোন কারণে শিক্ষক উপস্থিত না থাকলে সেই ক্লাস আর নেয়া হয় না। এভাবে ক্লাস বাদ গেলে ছাত্রছাত্রীরাও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাসের সময় হলো ৯.৩০-৪.১৫। এর মধ্যে টিফিন টাইম রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, টিফিন টাইমের পরে আর ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসে না। এ কারণে মহানগরীর অনেক বিদ্যালয়েই দুপুরের পর আর ক্লাস হয় না।

পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রকট আকার ধারণ করেছে। এনজিওগুলো যেখানে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ করছে সেখানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩টি নতুন বই দেয়া হয়। আর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পুরনো বই দেয়া হয় আরও ৩টি। এ ক্ষেত্রে পাঠদানে জটিলতা দেখা দেয়। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় পঞ্চম শ্রেণীর বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে। কারণ পঞ্চম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার পরও বৃত্তি পরীক্ষা বা হাই স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা থাকে। এ কারণে ছাত্রছাত্রীরা বই ফেরত দেয় না। সে ক্ষেত্রে বইয়ের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। এক শিক্ষক জানান, ছাত্রছাত্রীরা কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয়। পাশাপাশি সরকারী স্কুলেও ভর্তি হয় শুধুমাত্র বই সংগ্রহের জন্য। বই সংগ্রহ করে তারা আবার কিন্ডারগার্টেনে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্রছাত্রী ও বইশূন্যতা।

গাবতলী সরকারী প্রাইমারী স্কুল -জনকণ্ঠ

সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা যায় জায়গা নিয়ে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলের জায়গাই স্থানীয় প্রভাবশালীরা জোরপূর্বক দখল করে আছে। তাদের উচ্ছেদ না করার কারণে স্কুলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। অনেক স্কুলেই স্থান সমস্যার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বারান্দায় বা উঠানে ক্লাস হয়। গুদারাঘাটের কাজীঘরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বারান্দায় ক্লাস হয়। পল্লবীতে প্রাথমিক স্কুলের ক্লাস দখল করে আছে পল্লবী হাই স্কুল। জিনজিরার একটি প্রাথমিক স্কুল সম্প্রতি পুলিশ দখল করেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা জায়গার অভাবে প্রয়োজনীয় ক্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাপ্তানবাজারের সঙ্গে খোদাবক্স সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মাছের বাজার ও আড়তের কারণে বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

পাঠদান পদ্ধতিও প্রাথমিক শিক্ষকের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। জানা যায়, বর্তমানে সিএলই ট্রেনিং অর্থাৎ ছবির মাধ্যমে পাঠদান ছাত্রছাত্রীদের নিরুৎসাহিত করছে। আবার প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী লিখিত শিক্ষা না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা উপরের ক্লাসে উঠে 'ইংরেজীভীতির' কবলে পড়ে। মোট কথা, সীমাহীন সমস্যার ভিতর দিয়েও ঢাকা মহানগরীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভর্তির হার আশাপ্রদ।

সরকারী জায়গাগুলোর দখল সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক সালেহ মতিন জানান, এই জায়গাগুলো শীঘ্রই উদ্ধার করতে হবে। তাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যথার্থ উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে। গত কয়েক বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়নের কথাও তিনি বলেন।

আশার কথা, ঢাকা মহানগরীতে ১০০টি চারতলা ফাউন্ডেশনের দ্বিতল ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রতিটি ভবনে ছয়টি করে মোট ২৬০টি কক্ষের কাজ চলছে। ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দেবেশ চন্দ্র সরকার জানান, এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

তা ছাড়া ১২টি থানার ১২টি স্কুলে অডিটরিয়াম তৈরির প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ১ কোটি টাকার খেলার সরঞ্জামাদি দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে স্লিপার, দোলনা, ক্যারম, দাবা, লুডু ইত্যাদি।

সরকারী প্রজেক্টের কার্যক্রমে যেসব স্কুলে দু'শিফট একই সঙ্গে চলছে তাদের দুপুরে টিফিন দেয়ার কথা হয়েছে।

পরিশেষে, নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সুনাতারঞ্জি (১৯৭৬) তাঁর শিক্ষা প্রবন্ধেও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছেন। আর ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষার ওপর পুরো প্রাথমিক শিক্ষার সুনাম বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মহানগরীর বিদ্যালয়গুলোতে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান হলে সমগ্র দেশের শিক্ষার হারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।